শামায়েলে তিরমিজি

[নবিজি এমন ছিলেন]

[প্রথম খণ্ড]

মূল

ইমাম তিরমিজি রহ.

অনুবাদ

ইলিয়াস খান

নিরীক্ষণ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

বানানসংশোধন

মোহাম্মদ আল আমীন

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

ইমাম তিরমিজি রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৫
শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৭
লেখকের ভূমিকা ৯
অনুবাদক পরিচিতি ১২
অনুবাদকের কথা ১৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৈহিক গঠন সম্পর্কে ১৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মোহরে নবুওয়াত সম্পর্কে . ৪০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুলের বর্ণনা ৬০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কেশ বিন্যাস সম্পর্কে ৬৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুল সাদা হওয়া সম্পর্কে ৭৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিজাব ব্যবহার সম্পর্কে ৮৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে ৮৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে ..৯৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনযাপন সম্পর্কে ১১০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মোজা ব্যবহার করা প্রসঙ্গে ১১৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জুতা প্রসঙ্গে ১১৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আংটি সম্পর্কে ১৩০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আংটি পরিধান প্রসঙ্গে ১৪২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরবারির বিবরণ ১৫২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লৌহবর্মের বিবরণ ১৫৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিরস্ত্রাণের বিবরণ ১৫৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাগড়ি সম্পর্কে ১৬৭
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লুঙ্গির বর্ণনা ১৭৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চলাফেরার ধরন ১৮২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বসার ধরন ও অবস্থা ১৮৬

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হেলান দেওয়ার বস্তু সম্পর্কে ১৯১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহার করার বিবরণ ১৯৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাবার রুটির বিবরণ..... ২০৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরকারির বর্ণনা ২১৩
খাবারের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অজু.....২৫৪
খাবারের পূর্বে ও পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুআ ২৫৭
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পানপাত্র.....২৬৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফলমূলের বর্ণনা ২৭৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পানীয় জিনিসের বিবরণ ..২৮২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পান করার পদ্ধতি সম্পর্কে ২৯১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুগন্ধি ব্যবহার.....৩০৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথাবার্তা কেমন ছিল ৩১৭
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাসি.....৩২১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রসিকতা সম্পর্কে.....৩৩৬

ইমাম তিরমিজি রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশপরিচয়:

আল-হাফিজ, আল-ইমাম আবু ইসা মুহাম্মাদ ইবনু ইসা ইবনু সাওরাহ ইবনু মুসা আল-বুগি আত-তিরমিজি। তাঁর পূর্বপুরুষগণ মারভ শহরের অধিবাসী ছিলেন। তারপর তারা খুরাসানের তিরমিজ শহরে স্থানান্তরিত হন। তৎকালে তিরমিজ শহরকে বলা হতো 'মদিনাতুর রিজাল' বা বহু মনীষীর শহর।

জন্মস্থান:

ইমাম তিরমিজি রহ. ২০৯ হিজরিতে তিরমিজ (বর্তমান উজবেকিস্তানে অবস্থিত) শহরের অন্তর্ভুক্ত বুগ নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্য তাকে 'বুগি'-ও বলা হয়। তবে 'তিরমিজি' অধিক প্রসিদ্ধ।

শিক্ষাজীবন:

প্রথমে তিনি নিজ শহর তিরমিজে ইলম অর্জন করেন। তারপর হিজাজ, মিশর, শাম, কুফা, বসরা, খুরাসান, বাগদাদ-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সফর করেন এবং উলুমে শরিয়ার বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

তাঁর উস্তাদ:

তিনি জগদ্‌বিখ্যাত অসংখ্য মনীষী থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন— ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, আহমাদ ইবনু মানি, মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার, হান্নাদ ইবনুস সারি, মাহমুদ ইবনু গাইলান।

তাঁর শাগরিদ:

অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো— আহমাদ ইবনু ইউসুফ আন-নাসাফি, আবু হামিদ আহমাদ ইবনু আব্দুল্লাহ মারুফি, হুসাইন ইবনু ইউসুফ আল-ফিরাবরি, হাম্মাদ ইবনু শাকির, রাবি ইবনু হাইয়ান আল-বাহিলি।

তাঁর সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত:

হাফিজ শামসুদ্দিন আজ-জাহাবি রহ. বলেন, আবু ইসা আত-তিরমিজি ছিলেন হাফিজ, আলিম, 'জামি আত-তিরমিজি' গ্রন্থের সংকলক। তাঁর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলেই একমত।

ইমাম ইবনু হিব্বান রহ. বলেন, আবু ইসা ছিলেন হাদিসের হাফিজ এবং হাদিস সংকলনকারীগণের অন্যতম।

ইমাম হাকিম আন-নিসাপুরি রহ. বলেন, উমর ইবনু আলাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম বুখারি রহ. তাঁর ইনতিকালের পর খুরাসানে ইলম, তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রে আবু ইসা রহ.-এর অনুরূপ কাউকে রেখে যাননি। আল্লাহ তাআলার ভয়ে অধিক ক্রন্দনের কারণে তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং এ অবস্থায় কয়েক বছর অতিবাহিত করেন।

তাঁর রচনাবলি:

জামি আত-তিরমিজি (জগদ্‌বিখ্যাত একটি কিতাব) আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ (এটি এই কিতাবেরই ব্যাখ্যাগ্রন্থ), আল-আসমা ওয়াল কুনা, আল-ইলালুস সুগরা, আল-ইলালুল কুবরা।

তাঁর মৃত্যু:

তিনি ২৭৯ হিজরির ১৩ই রজব সোমবার রাতে তিরমিজ শহরের বুগ নামক এলাকায় ইনতিকাল করেন। তাঁকে বর্তমান উজবেকিস্তানের তিরমিজ থেকে ৬০ কি. মি. উত্তরে শিরাবাদে দাফন করা হয়।

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ। জন্ম ৭ই জুন ১৯৬০ সাল মোতাবিক ৩০শে জিলহজ্ব ১৩৮০ হিজরি। জন্মের আগে তার মা-বাবা ছিলেন সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে। অভাব অনটনের মাঝেই চলছিল তাদের সংসার। কোনো এক কারণে বেশি দিন থাকতে পারেনি আলেপ্পো শহরে। পাড়ি দিতে হয় সৌদিআরবে। সৌদিআরবেই তার জন্ম। ছোট্ট শিশু মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ। এই ছোট্ট শিশুই আজ 'দায়ি ইলাল্লাহ' হিসেবে আরববিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। তিনি মানুষকে আহ্বান করেন সরল সঠিক পথে। এতেই গাত্রদাহ শুরু হয় তথাকথিত প্রগতিশীলদের মানসপটে। ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে যাঁর ঠিকানা হয় বর্তমান সৌদি সরকারের বন্দিশালায়।

শিক্ষাজীবন

শিক্ষাজীবন শুরু হয় সৌদির রাজধানী রিয়াদে। প্রাথমিক, জুনিয়র এবং মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হয় এখানেরই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তারপর সৌদি আরবেরই 'দাহরান' শহরে অবস্থিত কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি থেকে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে সম্মানের সাথে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ইসলামি ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন শাইখ আব্দুল আজিজ আব্দুল্লাহ বিন বায, শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল উসাইমিন, শাইখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আল জিবরিন-এর নিকট। তবে সবচেয়ে বেশি সময় কাটান শাইখ আব্দুর রহমান নাসির আল বাররাকের সংস্পর্শে। সুমধুর কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত শেখেন শাইখ সাঈদ আল আব্দুল্লাহ-এর মুখে। আরও যে-সব শাইখের নিকট জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন, তাদের কয়েকজন হলেন—শাইখ সালেহ ফাওজান আল ফাওজান, শাইখ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল গুনাইমান, শাইখ মুহাম্মাদ ওলিদ সিদি আল হাবিব আশ শানকিতি, শাইখ আব্দুল্লাহ মুহদিস আজ জামিল, শাইখ আব্দুর রহমান সালেহ আল মাহমুদ প্রমুখ। এ ছাড়াও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেন শাইখ আব্দুল আজিজ আব্দুল্লাহ বিন বায রহ. এর নিকট। তাঁরই সান্নিধ্যে থাকেন প্রায় দীর্ঘ ১৫ বছর। ইনিই হলেন তিনি, যিনি তাঁকে দীনি শিক্ষা ও দায়ি ইলাল্লাহ-এর কাজে লেগে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ইনিই হলেন তিনি, যিনি তাঁর জন্য দাম্মামের 'দাওয়াহ ও ইরশাদ' বিভাগে নিযুক্তির সুপারিশ করেন। ইনিই হলেন তিনি, যিনি ভাষণ দান ও খুতবা প্রদান এবং শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়ার সুযোগ দানের জন্যও সেখানকার কর্মকর্তাদের নিকট চিঠি লেখেন। এই শাইখ আব্দুল আজিজ আব্দুল্লাহ বিন বায

রহ.-এর প্রচেষ্টায় তিনি বর্তমান আরববিশ্বের সামনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একজন খতিব হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেছেন।

কারাগারে যাওয়ার আগে তিনি আল খুবার শহরের উমর ইবনে আব্দুল আজিজ মসজিদে ইমাম ও খতিবরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। এবং বিভিন্ন সময়ে সর্বোচ্চ স্কলারদের সম্মুখেও ইসলামিক লেকচার পেশ করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের ক্লাসও নেন। যে-সব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেন, তন্মধ্যে রয়েছে—তাফসিরু ইবনি কাসির, শরহে সহিহুল বুখারি, ফতোয়ায়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা, শরহে সুনানুত তিরমিজি, শরহে কিতাবুত তাওহিদ লিশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব।

'আল কুরআনুল কারিম' চ্যানেলে শাইখ দুটি অনুষ্ঠান করেন। একটির নাম—'বাইনান নবি ওয়া আসহাবিহি', আর দ্বিতীয়টির নাম—'খুতুবাত আলা তারিকিল ইসলাম'। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অন্যান্য টিভিতেও অনুষ্ঠান করে থাকেন। শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ নন্দিত বক্তা হিসাবেও পরিচিত আরববিশ্বের নিকট। তাঁর বক্তৃতার অনেক অডিও-ভিডিও গুগল, ফেসবুক, ইউটিউব, মোবাইল অ্যাপসহ সর্বত্রই পাওয়া যায়। সেগুলো শ্রবণে মুসলমানদের ইমান জাগ্রত হয় নব উদ্যমে। শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক ইসলামিক ওয়েবসাইট [Islamqa.info] চালু করেন ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে [উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, এটিই আরববিশ্বের প্রথম ইসলামবিষয়ক ওয়েবসাইট। তবে সৌদি সরকার ২০১০ সালে কয়েক বছরের জন্য এটির সম্প্রচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখে]। তবে এখন চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও তিনি ইসলামবিষয়ক ওয়েবসাইট প্ল্যাটফর্ম Islam Web Site-এরও সিইও, যেখান থেকে আটটি ওয়েবসাইট পরিচালিত হয়। তিনি জাদ গ্রুপেরও সিইও। এই সংস্থাটি ইসলামিক শিক্ষা ও দাওয়াহ-বিষয়ক মুঠোফোন ও টেলিফোন কন্টেন্ট তৈরি করে, টিভি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার এবং ইসলামিক বই প্রকাশনার কাজও করে থাকে।

লেখার মাধ্যমেও শাইখ দাওয়াতের অনেক কাজ করে থাকেন। এত ব্যস্ততার মাঝেও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলোর প্রত্যেকটিই পাঠকপ্রিয়তায় বেস্টসেলার হিসাবে খ্যাত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যাগ্রন্থটিও লেখকের অনন্য গ্রন্থের একটি। আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটিকে কবুল করুন। আমিন।

লেখকের ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

নবিজির উত্তম চরিত্র, তাঁর বৈশিষ্ট্য ও তাঁর আদর্শ বোঝার জন্য এবং অনুকরণের জন্য তালিবুল ইলমদের 'আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ' অধ্যয়নে মনোযোগ ও গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ-এর 'আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ' কিতাবটি এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণ এর গুরুত্ব দিয়েছেন।

হাফিজ ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'অতীত ও বর্তমানে শামায়েল সম্পর্কে অনেকেই অনেক কিতাব লিখেছেন। কেউ পৃথকভাবে আবার কেউ অন্য বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বাধিক উপকারী হলো, ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ-এর প্রসিদ্ধ কিতাব *আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ*।'

এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি মূলত ইলমি দরসসমূহ। এর পাঠদান সম্পূর্ণ হয়েছে খুবার শহরে মসজিদে উমার ইবনু আব্দুল আজিজে ১৪২৫ থেকে ১৪২৬ হিজরিতে। তারপর তা একত্র করা হয়, সুবিন্যস্ত করা হয়, পুনরায় লেখা হয় এবং সাজানো হয়।

নিম্নোক্ত মানহাজ অনুকরণে ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে—

১. 'আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ'-এর হাদিসসমূহ থেকে শুধু সহিহ হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. পূর্বে অনুরূপ হাদিস উল্লেখিত হওয়াতে তাকরার থেকে বাঁচার জন্য কিছু সহিহ হাদিসও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে উপকারিতা ও প্রয়োজনবোধে কিছু হাদিস বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. সহিহ হাদিস ছাড়াও কিছু জয়িফ হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, এর শাওয়াহিদ থাকার কারণে এবং এতে সুস্পষ্ট ফায়দা ও চমৎকার দর্শন থাকার কারণে।

৪. ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ফকিহগণ, হাদিসের ব্যাখ্যাকারীগণ ও ভাষাবিদগণের কথার ওপর নির্ভর করা হয়েছে এবং তাদের মতামত হুবহু অথবা এর বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করছি, তিনি যেন এই মেহনতকে শুধু তাঁর জন্য কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে সবাইকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি বান্দার আকুতি শোনেন এবং তা কবুল করেন।

'আশ-শামাইল' শব্দের পরিচয়

'আশ-শামাইল' الشَّمَائِل শব্দটি شِمَال শব্দের বহুবচন। খলিল ইবনু আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'الشَّمَالُ শব্দের অর্থ: স্বভাব, চরিত্র, আকৃতি। এর বহুবচন হলো : شَمَائِلُ।

বলা হয়—إِنَّها لَحَسَنَةُ الشَّمَائِلِ অর্থাৎ তার অবস্থা ও আকৃতি আকর্ষণীয়। আর বলা হয়—رَجُلٌ كَرِيمُ الشَّمَائِلِ অর্থাৎ সাহচর্য ও আখলাক-চরিত্রে লোকটি অতুলনীয়।'[১]

জাওহারি রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, 'الشَّمَالُ অর্থ : আখলাক, চরিত্র। এর বহুবচন হলো : الشَّمَائِل।'[২]

আবু ইবরাহিম আল-ফারাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'الشَّمَائِل শব্দটি কখনো আখলাক-চরিত্রের অর্থে, আবার কখনো শরীরের গঠন আকৃতির অর্থে ব্যবহৃত হয়।'[৩]

আবুল কাসিম আত-তলাকানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'شِمَال শব্দের অর্থ হলো : স্বভাব, চরিত্র, আকৃতি ইত্যাদি। যেমন বলা হয়—إِنَّها لَحَسَنَةُ الشَّمَائِلِ অর্থাৎ

[১] আল-আইন : ৬/২৬৫।
[২] আস-সিহাহ : ৫/১৭৪০।
[৩] মুজামু দিওয়ানিল আদাব : ১/৪৬৭।

তার অবস্থা ও আকৃতি আকর্ষণীয়। আর বলা হয়—رَجُلٌ مَشْمُولُ الْخَلَائِقِ অর্থাৎ সে তাদের মহৎ ব্যক্তি।'[৪]

যাবিদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'الشَّمَالُ শব্দের অর্থ : স্বভাব, চরিত্র। এর বহুবচন হলো : شَمَائِلُ।'[৫]

রাগিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কেউ বলেছেন, মানুষের স্বভাব, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে شِمَال বলে। কেননা তা شِمَال তথা চাদরের ন্যায় তার শরীরের সাথে জড়িয়ে থাকে।'[৬]

সানআনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'الشَّمَائِل শব্দটি شِمَال শব্দের বহুবচন, অর্থ : স্বভাব। এখানে উদ্দেশ্য হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সুরত। প্রকাশ্য সুরত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁর দৈহিক গঠন ও আকৃতি, এবং অপ্রকাশ্য সুরত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁর স্বভাব, চরিত্র।'[৭]

সুতরাং শামাইল বিষয়ে রচিত কিতাবগুলোতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৈহিক গঠন, আকার-প্রকার এবং তাঁর উত্তম স্বভাব, চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

---

[৪] আল-মুহিত ফিল-লুগাহ : ৭/৩৩৯।
[৫] তাজুল উরুস : ২৯/২৮৪।
[৬] তাজুল উরুস : ২৯/২৮৫।
[৭] আত-তানবির : ৮/২৭২।

অনুবাদক পরিচিতি

মুফতি ইলিয়াস খান। অত্যন্ত বিনয়ী, অমায়িক ও কোমল হৃদয়ের মানুষ। সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন। তিনি ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে পাবনার সাঁথিয়া থানার অন্তর্গত করিয়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নয়াবাড়ি কাশিনাথপুর হাফিজিয়া কওমিয়া মাদরাসা থেকে কুরআনুল কারিম হিফজ করেন। এরপর জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি মাদরাসায় ইবতিদায়ি থেকে দাওরা পর্যন্ত পড়ালেখা করেন এবং সেখানেই উলুমুল হাদিস বিভাগে উচ্চতর পড়ালেখা সমাপ্ত করেন। তারপর তালিমুল হিকমাহ রায়েরবাগ ঢাকা থেকে ইফতা বিভাগে উচ্চতর পড়ালেখা সমাপ্ত করেন। বর্তমানে তিনি বাইতুত তাকওয়া জামে মসজিদের (ছোট পাইটি, ডেমরা, ঢাকা) ইমাম ও খতিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং জামিআ কারীমিয়া দারুল উলুম (বামৈল, ডেমরা, ঢাকা) মাদরাসায় কিতাব বিভাগে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দরস-তাদরিসের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। উস্তাদদের মনে রয়েছে তার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও মুহাব্বত। তিনি অত্যন্ত ধীশক্তির অধিকারী। শিক্ষাজীবনে মেধাতালিকায় সবসময়ই তিনি প্রথম সারিতে থাকতেন। সব বিষয়ে তিনি স্বচ্ছতা পছন্দ করেন। দায়িত্বের ক্ষেত্রে জবাবদিহি পছন্দ করেন। তাহকিকপূর্ণ লেখা লিখতে পছন্দ করেন। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তাকে এবং তার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করেন। আমিন।

মো. ইসমাইল হোসেন
পরিচালক, পথিক প্রকাশন

অনুবাদকের কথা

'আশ-শামাইল' সিরাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। আমরা সিরাতের অন্যান্য অধ্যায় গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করলেও শামাইল অধ্যায় দেখাই হয় না। যারা শামাইল অধ্যায় পাঠ করেন, তারাও তেমন গুরুত্বের সাথে পাঠ করেন না। আমাদের পাঠ্যসূচিতে থাকা সত্ত্বেও এর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সিরাতের এই অধ্যায়ের ব্যাপারে আমাদের উদাসীনতা সত্যিই ভীষণ দুঃখজনক। অথচ এ অধ্যায়ে নবিজির দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনা করার পাশাপাশি তাঁর স্বভাব, চরিত্র ও সর্বোত্তম আদর্শের বিবরণ রয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অনুকরণীয়। তা ছাড়া শামাইল বিষয়ে অধ্যয়ন করা নবিজির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার দাবি।

শামাইল বিষয়ে রচিত কিতাবগুলোর মধ্যে ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ-এর 'আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ' কিতাবটি অত্যন্ত চমৎকার ও সুবিন্যস্ত। হাফিজ ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ কিতাবটি সম্পর্কে বলেছেন, 'অতীত ও বর্তমানে শামায়েল সম্পর্কে অনেকেই অনেক কিতাব লিখেছেন। কেউ পৃথকভাবে আবার কেউ অন্য বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বাধিক উপকারী হলো, ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ-এর প্রসিদ্ধ কিতাব *আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ*।'

বিশিষ্ট ইসলামি স্কলার মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ কিতাবটির এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি গ্রন্থটি সমাদৃত ও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। পাশাপাশি চমৎকার ঢঙে ও সহজ-সাবলীল ভাষায় পরিবেশন করেছেন। এ ছাড়াও হাদিসের শিক্ষা, সূক্ষ্মদর্শন ও আহকাম বর্ণনা করেছেন এবং প্রতিটি আলোচনায় রেফারেন্স যুক্ত করেছেন। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ফকিহগণ, হাদিসের ব্যাখ্যাকারীগণ ও ভাষাবিদগণের কথার ওপর নির্ভর করেছেন এবং তাদের মতামত হুবহু অথবা এর বিষয়বস্তু উল্লেখ করেছেন। আর পরস্পরবিরোধী বর্ণনাগুলো নিরসনে ইমামগণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং পরস্পর বৈপরীত্যের চমৎকার সমন্বয় ও সমাধান বাতলে দিয়েছেন। প্রয়োজন অনুসারে হাদিসের শাস্ত্রীয় আলোচনা করেছেন। শব্দের আভিধানিক অর্থ উল্লেখ করেছেন এবং হাদিসে কোন অর্থ প্রযোজ্য, তা ব্যক্ত করেছেন। এমনকি শামায়িলুত তিরমিজির বর্ণনার সাথে অন্য কিতাবের হাদিসের বর্ণনার মিল থাকলে সেগুলোও উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৈহিক গঠন সম্পর্কে

خَلْق رَسُولِ اللَّهِ অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাহ্যিক আকার আকৃতি।

আর 'খুলুক' অর্থ হলো—স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, উত্তম চরিত্র।

ইবনুল আসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল-খুলুকু' লাম অক্ষরটিতে পেশ ও সাকিন হলে এর অর্থ হবে—দীন, স্বভাব, প্রকৃতি, মেজাজ।

এর হাকিকত হলো মানুষের অভ্যন্তরীণ আকৃতি, যেটা হলো মানুষের আত্মা, এর গুণাবলি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি—এগুলো বাহ্যিক আকৃতি, এর গুণাবলি এবং এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মতোই। উভয়টারই ভালো-মন্দ গুণাগুণ রয়েছে। (আল্লাহর) প্রতিদান ও শাস্তি বাহ্যিক আকৃতির তুলনায় অভ্যন্তরীণ আকৃতির সঙ্গে অধিক সম্পৃক্ত হয়ে থাকে।[৮]

ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ প্রথমে বাহ্যিক গুণাবলির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কেননা প্রথমে মানুষের বাহ্যিক গুণাবলির বিষয়ে জানা যায় এবং জাহিরি বিষয় বাতিনি বিষয়ের প্রমাণ বহন করে।

জাহির বাতিনের শিরোনাম হয়ে থাকে; অস্তিত্বে আসার দিক থেকেও জাহির বাতিনের অগ্রগামী হয়ে থাকে।

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَا

[৮] আন-নিহায়া ফি গরিবিল হাদিসি ওয়াল-আসার: ২/৭০।

উপরোক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেহ মুবারকে দীর্ঘতা ছিল। তবে সেটা ছিল—মধ্যম গড়নের, তবে খাটোর তুলনায় লম্বার দিকে ঝোঁকা ছিলেন, যে কাঠামোটা প্রশংসিত।[১১]

الْأَمْهَقِ। 'ধবধবে সাদাও ছিলেন না'-এর ব্যাখ্যা:

'আল-আমহাক' হলো ধবধবে সাদা, চুনের রঙের ন্যায়, যেটা দৃষ্টিকটু। দর্শনকারী কখনো কখনো এই বর্ণের ব্যক্তিকে কুষ্ঠরোগী মনে করে থাকে।[১২]

وَلَا بِالْآدَمِ 'পিঙ্গল বর্ণেরও ছিলেন না।'-এর ব্যাখ্যা:

'আল-উদমাতু' হলো তাম্রবর্ণ। উদ্দেশ্য হলো—তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার অধিক তামাটে বর্ণেরও ছিলেন না; বরং তাঁর সাদার ভেতর লাল আভা শোভা পেত (অর্থাৎ লাবণ্যময়)। আরবরা এই বর্ণের লোকদের أسمر বলে।[১৩]

وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ 'তাঁর চুলগুলো অধিক কোঁকড়ানোও ছিল না'-এর ব্যাখ্যা

'আল-জা'দু' অর্থ এমন চুল, যাতে কুঞ্চন ও বক্রতা রয়েছে। 'আল-কতাত' অর্থ—অধিক কোঁকড়ানো।

وَلَا بِالسَّبْطِ 'অধিক সোজাও ছিলে না।'-এর ব্যাখ্যা:

'আস-সাবতু' অর্থ-ছেড়ে রাখা সোজা চুল। উদ্দেশ্য হলো—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুল মোবারক অধিক কোঁকড়ানো ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না; বরং উভয়ের মাঝামাঝি ছিল। আর মধ্যপন্থা উত্তম পন্থা।

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল-জু'উদাতু ফিশ শাআর' এমন চুল, যা ছড়ানো যায় না এবং ঝুলন্ত ছেড়ে রাখা যায় না। আর 'আস-সবুতাতু' হলো এর বিপরীত। তিনি এ দুটোর মাঝামাঝি উদ্দেশ্য নিয়েছেন।[১৪]

---

[১১] তুহফাতুল আহওয়াজি: ১০/ ৬৮

[১২] শরহুন নববি আলা সহিহিল মুসলিম: ১৫/১০০

[১৩] ফাতহুল বারি: ৬/৫৬৯

[১৪] ফাতহুল বারি: ৬/৫৭০

بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً 'আল্লাহ তাআলা তাঁকে ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত দান করেছেন'-এর ব্যাখ্যা:

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই বর্ণনাটি সেই মতকে সমর্থন করে, যাতে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সেই মাসেই নবুওয়াত দান করা হয়েছে, যে মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন।

জমহুর (অধিকাংশ আলিম) এর নিকট প্রসিদ্ধ হলো—তিনি রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং রমজান মাসে তাকে নবুওয়াত দান করা হয়েছে। এ মত অনুযায়ী, নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় নবিজির বয়স হবে ৪০ বছর ছয় মাস অথবা ৩৯ বছর ছয় মাস। সুতরাং যারা ৪০ বছর বলেছেন, তারা কেউ ছয় মাস বাদ দিয়ে বলেছেন অথবা ছয় মাস যুক্ত করে বলেছেন। তবে মাসউদি ও ইবনু আবদিল বার রাহিমাহুমাল্লাহ বলেছেন, তাঁকে রবিউল আউয়াল মাসে নবুওয়াত দেওয়া হয়েছে। এ মত অনুযায়ী বরাবর ৪০ বছরই হবে।

কেউ বলেছেন, তাঁকে ৪০ বছর ১০ দিনে নবুওয়াত দান করা হয়েছে। যিআবি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তাঁকে ৪০ বছর ২০ দিনে নবুওয়াত দান করা হয়েছে।'[১৫]

فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً 'তিনি মক্কাতে ১০ বছর এবং মদিনাতে ১০ বছর অবস্থান করেছেন। ৬০ বছর বয়সে আল্লাহ তাআলা তাঁকে মৃত্যুদান করেছেন।'-এর ব্যাখ্যা:

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন।'[১৬]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও এমনটিই বর্ণনা করেছেন এবং জমহুর রাহিমাহুল্লাহ এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এই বর্ণনার ক্ষেত্রে বলা হবে, ৩ বাদ দিয়ে ৬০ বছরের কথা বলা হয়েছে।[১৭]

---

[১৫] ফাতহুল বারি: ৬/৫৭০
[১৬] সহিহ মুসলিম: ২৩৪৮
[১৭] ফাতহুল বারি: ৬/৫৭০

وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ ‘তখন তাঁর মাথা ও দাড়িতে ২০টি চুলও পাকা ছিল না।’-এর ব্যাখ্যা:

বরং পাকা চুলের সংখ্যা বিশের চেয়েও কম ছিল। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাথার চুল ও দাড়িতে ১৪ টি পাকা চুল গণনা করেছি।’

ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعَرَةً.

‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ২০টির মতো চুল পাকা ছিল।’[১৮]

**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، حَسَنَ الْجِسْمِ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطٍ أَسْمَرَ اللَّوْنِ، إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ».

[০২] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যম গড়নের ছিলেন; অধিক লম্বাও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না। তিনি সুদর্শন দেহের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চুলগুলো অধিক কোঁকড়ানোও ছিল না, কিংবা একেবারে সোজাও ছিল না। তিনি গৌরাঙ্গ (গোধূম রঙের) ছিলেন। চলার সময় তিনি সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন।’[১৯]

[১৮] হাদিস: হাসান লি-গাইরিহি। মুসনাদু আহমাদ ইবনু হাম্বল: ৫৬৩৩।

[১৯] সুনানুত তিরমিজি: ১৭৫৪; সহিহুল বুখারি ও মুসলিমে এর মতো বর্ণনা রয়েছে— সহিহুল বুখারি: ৩৫৪৭; সহিহ মুসলিম: ২৩৪৭।

আব্দুর রহমান মুবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'উভয় বর্ণনার তাতবিক (সমন্বয়) হলো—এখানে তামাটে বর্ণ থাকাকে খণ্ডন করা হয়নি; বরং অধিক তামাটে বর্ণ হওয়াকে খণ্ডন করা হয়েছে।

উল্লেখিত বর্ণনায় أَسْمَرَ اللَّوْنِ রয়েছে। হুমাইদ রাহিমাহুল্লাহ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এটা এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ব্যতীত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অন্য বর্ণনাকারীগণ (তিনি শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণের ছিলেন) বর্ণনা করেছেন।[২৩]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত ১৫ জন বর্ণনাকারী নবিজির গায়ের রং 'শুভ্র' হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন, 'তাম্র' বর্ণ হওয়ার বিষয় বর্ণনা করেননি। হাফিজ ইরাকি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যার সারসংক্ষেপ হলো—শুভ্র হওয়ার বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে বর্ণনাকারীর আধিক্যের কারণে এবং অধিক নিশ্চয়তার কারণে। এজন্য ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এই হাদিস সহিহ নয়, কেননা এটি অন্য সব হাদিসের বিরোধী।'

কেউ বলেছেন—সুমরা (তাম্র বর্ণ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—রক্তিম বর্ণ। কেননা আরবরা লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী ব্যক্তিকে أسمر বলে থাকে। ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনা থেকেও বিষয়টি বুঝে আসে—'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুভ্র বর্ণের ছিলেন, তার শুভ্রতা লালের দিকে মায়েল ছিল।'[২৪]

আর যারা নবিজির শুভ্র বর্ণের হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য ধবধবে সাদা নয়, যেমনটা পূর্বের বর্ণনায় এসেছে—'তিনি ধবধবে সাদা ছিলেন না।' বরং তাদের উদ্দেশ্য সাদার মধ্যে লালিমা ছিল। অর্থাৎ তিনি গৌর বর্ণের ছিলেন।

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সাদা-লালমিশ্রিত বর্ণের লোকদের আরবরা أسمر (আসমারা) বলে থাকে। এজন্য হাদিস শরিফে এমনটা এসেছে।'[২৫]

নবিজির চাচা আবু তালিব তাঁর প্রশংসা করে যে কবিতাটি বলেছিলেন, সেখানে তিনি নবিজির রঙের ক্ষেত্রে أبيض (শুভ্র) শব্দ বলেছেন। ইবনু উমর

---

[২৩] সহিহুল বুখারি: ৩৫৪৭; সহিহ মুসলিম: ২৩৩০।

[২৪] দালাইলুন নবুওয়্যাহ: ১/২০৪; তুহফাতুল আহওয়াজি: ১০/৬৮।

[২৫] ফাতহুল বারি: ৬/৫৬৯।

রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মসজিদে নববিতে প্রায় সময়ই এই কবিতা আবৃত্তি করতেন,

'তিনি শুভ্র, তাঁর উসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। তিনি ইয়াতিমদের তত্ত্বাবধায়ক এবং বিধবাদের আশ্রয়স্থল।'

যারা এটা শুনেছেন, তারা বলেছেন, নবিজির রং এমন ছিল।

কেউ বর্ণনা করেছেন, তিনি লালমিশ্রিত ফরসা ছিলেন। আবার অনেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি শুভ্র উজ্জ্বল ছিলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে অঙ্গগুলোতে সূর্যের আলো ও বাতাস লাগত, তা লালমিশ্রিত ফরসা ছিল। আর যে অঙ্গগুলো কাপড়ে ঢাকা থাকত, তা শুভ্র উজ্জ্বল ছিল। সুতরাং তাঁর রং শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণের ছিল। আর রক্তিম বর্ণ রোদ বাতাসের কারণে হয়েছিল।[২৬]

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'তাঁর চেহারায় যে তাম্র বর্ণ শোভা পেত, তা ছিল অধিক সফরের কারণে এবং সূর্যের তাপ লাগার কারণে।'[২৭]

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই সব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, سمرة (সামারাতুন) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই লাল, যেটা সাদার সাথে মিশ্রিত হয়েছে। আর بياض ببياض (বায়াদুন) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লালমিশ্রিত সাদা। যেখানে লালের মিশ্রণ নেই, সেটাকে খণ্ডন করা হয়েছে। যে বর্ণের লোকদের আরবরা অপছন্দ করে এবং তাদের أمهق (আমহাক) তথা ধবধবে সাদা বলে।[২৮]

إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ 'চলার সময় তিনি সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন।'-এর ব্যাখ্যা:

চলার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন, যেমন জাহাজ চলার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝোঁকা থাকে। এখানে আরও মতামত রয়েছে, যে-সব আলোচনা 'নবিজির চলাফেরা' নামক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

**

[২৬] দালাইলুন নবুওয়্যাহ: ১/২৯৯।
[২৭] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৮/৩৯২।
[২৮] ফাতহুল বারি: ৬/৫৬৯।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ الْيُسْرَى، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ».

[০৩] বারা ইবনুল আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যমাকৃতির ছিলেন। উভয় কাঁধের মাঝখান কিছুটা প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল উভয় কানের লতি পর্যন্ত ছিল। গায়ে লাল ডোরাকাটা জোড়া চাদর শোভা পাচ্ছিল। আমি কখনো তাঁর চেয়ে সুন্দর কোনোকিছু দেখিনি।'[২৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ.

'লাল ডোরাকাটা জোড়া চাদরে লম্বা কেশধারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে অধিক সুন্দর আমি কাউকে দেখিনি। তাঁর চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল, উভয় কাঁধের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিল। তিনি অধিক লম্বাও ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না।'[৩০]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ 'উভয় কাঁধের মাঝখান কিছুটা প্রশস্ত ছিল।'-এর ব্যাখ্যা:

পিঠের উপরিভাগ প্রশস্ত ছিল। এর থেকে বুঝে আসে, সিনা মুবারকও প্রশস্ত ছিল। আর এটা আভিজাত্যের প্রতীক।[৩১]

অন্য নুসখায় بَعِيدَ তাসগিরের সিগাহ এসেছে।

বাজুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাসগিরের সিগাহ ইঙ্গিত করে যে, কিছুটা দূরত্ব ছিল। সুতরাং উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমিত অবস্থার বিপরীত ছিল না।'[৩২]

---

[২৯] সহিহুল বুখারি: ৩৫৫১; সহিহ মুসলিম: ২৩৩৭।

[৩০] সহিহ মুসলিম: ২৩৩৭।

[৩১] শরহুশ শামাইল, বাজুরি, পৃষ্ঠা: ৩২।

[৩২] শরহুশ শামাইল, বাজুরি, পৃষ্ঠা: ৩২।

আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, বাহু ও কাঁধের হাড়ের সংযোগস্থলকে المنكب (মানকিব) বলে। এর অর্থ হলো, পিঠের উপরিভাগের প্রশস্ততা।'

নবিজির চুলের বর্ণনা পরে আসবে ইনশাআল্লাহ।[৩৩]

**

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، ضَخْمُ الرَّأْسِ، ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ، طَوِيلُ الْمَسْرُبَةِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

[০৪] আলি ইবনু আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁটে ছিলেন না, কিংবা অধিক লম্বাও ছিলেন না। হাত-পায়ের তালু ও আঙুলসমূহ মাংসল ছিল। মাথা কিছুটা বড়ো ছিল। গ্রন্থিসমূহ মোটা ও মজবুত ছিল। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত পশমের একটি চিকন রেখা প্রলম্বিত ছিল। চলার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন। মনে হতো, তিনি কোনো উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর মতো কাউকে দেখিনি।'[৩৪]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ 'হাত-পায়ের তালু ও আঙুলসমূহ মাংসল ছিল।'-এর ব্যাখ্যা:

ইবনুল আসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাত-পায়ের তালু ও আঙুলসমূহ মোটা এবং পরিমিত লম্বা ছিল। কেউ বলেছেন, আঙুলগুলোর অগ্রভাগ মোটা ছিল এবং আঙুলগুলো ছোটো ছিল না; এরকম হওয়া পুরুষের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়।

[৩৩] জামউল ওসাইল ফি শরহিশ শামাইল: ১/১৭।

[৩৪] সুনানুত তিরমিজি: ৩৬৩৭।

কেননা এটা কোনোকিছু ধরার জন্য অধিক উপযোগী। তবে এটা মহিলাদের ক্ষেত্রে নিন্দনীয়।'[৩৫]

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন—شَثْنُ (ছাছনুন) অর্থাৎ তালু ও আঙুলগুলো পুরু হওয়া।'

কাজি ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পুরু হওয়া, ছোটো হওয়া। এখানে অমসৃণ হওয়ার কোনো সংযুক্তি নেই।'[৩৬]

মুবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তালু মোটা হওয়া, অমসৃণ হওয়া এবং আঙুলগুলো মাংসল থাকা।'

যদি প্রশ্ন করা হয়, এটা তো আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনার বিরোধী, যেটা বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সহিহতে বর্ণনা করেছেন—আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তালুর চেয়ে অধিক নরম কোনো রেশম বা নরম বস্ত্র স্পর্শ করিনি।' তা হলে এর প্রত্যুত্তরে বলা হবে :

কোমলতা ও মসৃণতা ছিল চামড়াতে, আর পুরুত্ব ছিল হাড্ডিতে। নবিজির শরীরে মসৃণতা ছিল এবং পরিপূর্ণ শক্তিও ছিল।[৩৭]

ইবনু বাত্তাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তালু মাংসল ছিল এবং মসৃণও ছিল।'

আসমায়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'الشثن। (আস-সাসনু) হলো—তালু মোটা হওয়া এবং অমসৃণ হওয়া। কিন্তু অমসৃণ হওয়ার ব্যাখ্যা উপযুক্ত নয়। খলিল ও আবু উবাইদ যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটাই উত্তম। তারা বলেছেন, মাংসল হওয়া এবং মজবুত হওয়া।

الشثن। (আস-সাসনু)-এর ব্যাখ্যায় আসমায়ি রাহিমাহুল্লাহ-এর কথা মেনে নিলে বলা হবে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তালুর দুই সময়ের অবস্থা দুভাবে বর্ণনা করেছেন। যখন নবিজি জিহাদে অথবা গৃহের কোনো কাজ নিজ হাতে করতেন, তখন তার হাতের তালু

---

[৩৫] আন-নিহায়া: ২/৪৪৪।
[৩৬] ফাতহুল বারি: ১০/৩৫৯।
[৩৭] তুহফাতুল আহওয়াজি: ১০/৮১।

শামায়েলে তিরমিজি

[নবিজি এমন ছিলেন]

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল

ইমাম তিরমিজি রহ.

অনুবাদ

ইলিয়াস খান

নিরীক্ষণ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

বানানসংশোধন

মোহাম্মদ আল আমীন

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

কবিতা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা ৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিদ্রা ৫৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইবাদত ৭৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাশতের সালাত ১২৭
ঘরে নফল সালাত আদায় করা সম্পর্কে ১৩৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রোজা ১৪২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কিরাআত ১৫৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্রন্দন ১৭১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিছানা ১৮৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিনয় ও নম্রতা ১৮৬
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উত্তম চরিত্র ২০৬
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লজ্জা ২২৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিঙা লাগানো ২৩০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুবারক ২৩৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবিকা ২৪৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়স সম্পর্কে ২৬৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইনতিকাল ২৬৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মিরাস সম্পর্কে ৩০৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখা সম্পর্কে ৩১৮

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّعرِ

কবিতা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা

অর্থাৎ, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথায় শের-কবিতার উপস্থিতি, আর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কবিতা আবৃত্তি করতেন? এবং অন্যের আবৃত্ত কবিতা কি মন দিয়ে শুনতেন?

الشِّعرُ (শের)-এর ব্যাখ্যা:

ইমাম ফাইয়্যুমি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আরবি শের হলো, ছন্দমিলসম্পন্ন কবিতা। তিনি আরবি শের-এর সংজ্ঞার্থ বর্ণনা করেন—আরবি শের হলো, যা গঠিত হয় দুটি পঙ্‌ক্তির পারস্পরিক সমন্বয়ে, এবং তা হয় অন্ত্যমিলসম্পন্ন ও ছন্দবদ্ধ, আর এ বিষয়গুলো আরবি শের-এ কাঙ্ক্ষিতও বটে। সুতরাং যে-সব কথামালা এ সমস্ত শর্তাবলি থেকে খালি অথবা কোনো একটি শর্ত থেকে মুক্ত হবে, তাকে আরবি ভাষায় আর যাই হোক, অন্তত শের আখ্যা দেওয়া যাবে না, এবং ওই কথার রচয়িতাকে কবি নামে অভিহিত করা যাবে না। আর এ কারণেই তো কুরআন-সুন্নাহতে ছন্দবদ্ধরূপে যা-কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা শেরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এগুলোতে রয়েছে ইচ্ছার অনুপস্থিতি অথবা অন্ত্যমিলের অবিদ্যমানতা। আর এমনটিই হুকুম ওই সমস্ত কথামালার ক্ষেত্রেও, যা কারও মুখ থেকে অনিচ্ছাতেই ছন্দবদ্ধরূপে নিঃসৃত হয়। কেননা আপনি যখন কোনো বিষয় জানেন ও বোঝেন, তা ব্যক্ত করতে গিয়ে যেই আরবি শব্দটি ব্যবহার করেন, সেই শব্দটি থেকে আরবি (শের) শব্দটির উৎপত্তি। আবার কবিতার বিষয়টি জানা ও বোঝার কারণেই কবিকে শা'য়ের (কবি) বলে অভিহিত করা হয়। সুতরাং যখন কেউ কবিতার ইচ্ছাই রাখে না; বরং নিজের অজান্তে

অনিচ্ছায় ছন্দবদ্ধরূপে কোনো কথা বলে ফেলে, তখন কেমন যেন সে শের বলে না এবং তা বুঝতেও পারে না।'[১]

ইমাম ফিরোজাবাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'الشِّعر' শব্দটি সুবিন্যস্ত শব্দমালার অর্থে প্রাধান্য পেয়ে গেছে, ছন্দ ও অন্ত্যমিলের দিকে বিবেচনা করে; যদিও আসলে প্রতিটি ইলমই শের।'[২]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قِيلَ لَهَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَيَتَمَثَّلُ بِقَوْلِهِ: يَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ.

[১৬৮] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কোনো শের অনুকরণ করে আবৃত্তি করতেন? তিনি বললেন, ইবনু রাওয়াহার শের অনুকরণ করে আবৃত্তি করতেন। একবার তিনি তার (তরাফা ইবনুল আবদ আল-বাকরি) শের অনুকরণ আবৃত্তি করলেন—

يَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ

'তোমার নিকট সংবাদ নিয়ে আসে এমন ব্যক্তি, যাকে তুমি পাথেয় দাও না।'[৩]

يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ؟ 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কোনো শের অনুকরণ করে আবৃত্তি করতেন?'-এর ব্যাখ্যা:

মুবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এর অর্থ হলো, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবিতা আবৃত্তি করতেন কি না?

কামুস অভিধানপ্রণেতা তাতে উল্লেখ করেছেন, 'تَمَثَّلَ' অর্থ হলো, একের পর এক কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করতে থাকা।'[৪]

كَانَ : قَالَتْ অর্থাৎ কদাচিৎ, কখনো কখনো।

---

[১] আল-মিসবাহুল মুনির: ১/৩১৫।
[২] আল-কামুসুল মুহিত, পৃষ্ঠা: ৪১৬।
[৩] সুনানুত তিরমিজি: ২৮৪৮।
[৪] তুহফাতুল আহওয়াজি: ৮/১১৪।

يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ 'ইবনু রাওয়াহার শের অনুকরণ করে আবৃত্তি করতেন'-এর ব্যাখ্যা:

ইবনু রাওয়াহা হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ইবনু সালাবা ইবনু ইমরাউল কায়স আল-খায়রাজি আল-আনসারি। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, সাবিকিনের সদস্য ও বদরি সাহাবি। সেই সাথে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন উহুদ, খন্দক, হুদাইবিয়া ও খায়বারে এবং তিনি মুতার যুদ্ধের তিনজন আমিরের একজন ছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি শহিদ হন।[৫]

وَيَتَمَثَّلُ بِقَوْلِهِ অর্থাৎ, ইবনু রাওয়াহার কবিতা ছাড়া অন্য কবিদের কবিতাও তিনি আবৃত্তি করতেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুপ্রসিদ্ধ মুআল্লাকাওয়ালা তরফা ইবনুল আব্দ আল-বাকারির কবিতাও আবৃত্তি করেছেন, যে কবিতাটি লেখক তার মুআল্লাকা কসিদাতে উল্লেখ করেছেন।

تُزَوِّدِ : শব্দটি التزويد ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত, অর্থ: সফরের পাথেয় সরবরাহ করা।

হাদিস শরিফে উল্লেখিত পঙ্‌ক্তি কবিতার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি, আর এর প্রথম পঙ্‌ক্তি হলো—অর্থ: 'তুমি যে ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলে, শীঘ্রই সময় তোমাকে সে ব্যাপারে জানিয়ে দেবে।'[৬]

কবির কথার অর্থ হলো—তুমি যে বিষয়ে উদাসীন, সময়ই তা একসময় তোমার জন্য উন্মোচন করে দেবে। এমন ব্যক্তি তোমার নিকট খবরাখবর সরবরাহ করছে, যাকে তোমার কোনো পাথেয় দিতে হয় না।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কবিতা আবৃত্তি করা, অনুসরণ ও শ্রবণ এ সবই জায়িজ। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা শুনতে চেয়েছেন এবং তাঁর সামনে যা আবৃত্তি করে শোনানো হয়েছে, তার পরিমাণ অসংখ্য অগণিত। সুন্দর মর্মার্থের কবিতা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই অস্বীকার করেন না।'[৭]

---

[৫] আত-তাহজিব: ৫/২১২; আল-ইসাবা: ৪/৭২।

[৬] তুহফাতুল আহওয়াজি: ৮/১১৪; জামউল ওসাইল: ২/৩৪।

[৭] আত-তামহিদ: ২২/১৯৪।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَصْدَقُ : শব্দটি صدق-এর অর্থের আধিক্যের প্রতি নির্দেশ করে। ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ-এর রেওয়াতে এ হাদিসটি শব্দের কিঞ্চিত পরিবর্তনের সাথে বর্ণিত হয়েছে—

أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ.

অর্থাৎ, 'আরবদের কথাবার্তার মাঝে কবি লাবিদের কথাটিই সবচেয়ে বেশি বোধসম্পন্ন।'

كَلِمَةٍ অর্থাৎ, অর্থবোধক পূর্ণাঙ্গ একটি বাক্য। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আরবি ভাষায় كَلِمَةٍ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ বাক্য, চাই তা ইসমিয়্যাহ হোক, অথবা ফে'লিয়্যাহ হোক।

যেমন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, এ হাদিস শরিফে كَلِمَتَانِ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, পূর্ণাঙ্গ দুটো বাক্য।

* অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ.

* অপর একটি হাদিসে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বলেছেন,

لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

এটা বলা বাহুল্য যে, পূর্বোক্ত সবকটি হাদিস শরিফেই كَلِمَةٍ দ্বারা পূর্ণাঙ্গ বাক্যই উদ্দেশ্য।

আরবি ভাষায় كَلِمَةٍ অর্থ পূর্ণাঙ্গ বাক্য, কুরআনুল কারিম থেকে এর দলিল উল্লেখ করা হলো:

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا.

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا.

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا.

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا.

এ সবগুলো আয়াতে কারিমাতেই كَلِمَة শব্দটি "বাক্য"-এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আসলে এর দৃষ্টান্ত প্রচুর।

কুরআন হাদিস ও আরবি ভাষায় كَلِمَة শব্দটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য ভিন্ন অন্য অর্থে কখনোই পাওয়া যাবে না।

আর বিপুলসংখ্যক অথবা অধিকাংশ নাহবিগণই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নয়; বরং তারা ধারণা করেন, তাদের পরিভাষায় كَلِمَة হলো, যা ইসম, ফেল, হরফে বিভক্ত, আর এটাই আরবদের ভাষা!''[১১]

[১১] মাজমাউল ফাতাওয়া: ১২/১০৪।

"ইসলাম গ্রহণের পর আপনি কী কবিতা রচনা করেছেন?" উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এমন প্রশ্নের জবাবে কবি লাবিদ তাঁকে বলেন, "আল্লাহ তাআলা আমাকে কবিতার পরিবর্তে সুরা আল-বাকারা দান করেছেন।"

পরবর্তী সময়ে তিনি কুফা নগরীতে বসবাস করেছেন, এবং হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে সেখানেই ইনতিকাল করেন। তিনি ১৫০ বছর জীবিত ছিলেন। কেউ তো বলেন, আরও বেশি।

জীবনসন্ধ্যায় এসে তিনি আবৃত্তি করতেন—

ولقد سئمت من الحياة وطولها

وسؤال هذا الناس كيف لبيد؟

অর্থাৎ, "আমি দীর্ঘ জীবনে আর মানুষের এহেন প্রশ্নে ক্লান্ত যে, লাবিদের কী অবস্থা?"

এই কবিতাটি ওই ব্যক্তির কথার বিপরীত, যে বলে, কবি লাবিদ ইসলাম গ্রহণের পর আর কবিতা বলেননি। তবে হ্যাঁ, যিনি মনে করেন কবি লাবিদ ইসলাম গ্রহণের পর কবিতার দু-একটি পঙ্‌ক্তি ছাড়া দীর্ঘ কোনো কবিতা রচনা করেননি, সেটা বাস্তব। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ।'[১৪]

بَاطِلٌ 'বাতিল' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ধ্বংসশীল, মরণশীল।[১৫]

তিবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই কথাটি অধিক সত্য; কেননা তা কুরআনুল কারিমের এই আয়াতের মুওয়াফিক:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

'জমিনের ওপর যা-কিছু রয়েছে, সবই ধ্বংসশীল।'[১৬]

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কবি লাবিদের কথা مَا خَلَا اللَّهَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর সিফাতে জাতী ও

[১৪] ফাতহুল বারি ৭/১৫৩।
[১৫] শরহুন নববি ১৫/১২।
[১৬] সুরা আর-রহমান ২৬। শরহুল মিশকাত ১০/৩০৯৯।

সিফাতে ফেলী, যেমন–তাঁর রহমত, আজাব ইত্যাদি ব্যতীত যা-কিছু আছে, সবই ধ্বংসশীল।

অথবা শ্লোকটিতে بَاطِلٌ দ্বারা الفناء উদ্দেশ্য; الفساد উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ব্যতীত প্রতিটি বস্তু সত্তাগতভাবেই ধ্বংসশীল হওয়া সম্ভব, এমনকি জান্নাত-জাহান্নামও। তবে হ্যাঁ, জান্নাত-জাহান্নামের অধিবাসীদের স্থায়িত্বের কারণে এবং সে দুটিকে আল্লাহ তাআলা বাকি রাখার কারণে তা টিকে থাকবে।'[১৭]

وَكَادَ অর্থাৎ উমাইয়া ইবনু আবি সালত ইসলাম গ্রহণ করার উপক্রম ছিল।

উমাইয়া ইবনু আবি সালত

ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'সে আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতের একজন কবি ছিল, আর সে ইসলামের সোনালি যুগও পেয়েছে।'

হাফেজ ইবনু আসাকির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সে হলো, উমায়্যাহ ইবনু আবিস-সলত আব্দুল্লাহ ইবনু আবি রবিআহ ইবনু আওফ ইবনু উকদাহ ইবনু গয়ারহ ইবনু আউফ ইবনু ছাকিফ ইবনু মুনাব্বিহ ইবনু বকর ইবনু হাওয়াজিন আবু উসমান। তাকে আবুল হাকামও বলা হয়, আছ- ছাকাফিও বলা হয়। সে জাহিলি যুগের একজন কবি, ইসলামপূর্ব যুগে দিমাশকে আগমন করে। কেউ বলেছেন, সে সঠিক পথে ছিল, তার প্রাথমিক পর্যায় ইমানের ওপর ছিল, পরবর্তী সে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় কালামে পাকে তাকেই উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِىٓ ءَاتَيْنٰهُ ءَايٰتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.

'আপনি তাদের নিকট সেই ব্যক্তির সংবাদ পাঠ করুন, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা থেকে সরে পড়ে; ফলে তাকে শয়তানে পেয়ে বসে এবং সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।'[১৮]

---

[১৭] ফাতহুল বারি: ৭/১৫২।

[১৮] সুরা আল-আ'রাফ: ১৭৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৩/২৭৪; তারিখু দিমাশক: ৯/২৫৫।

أَنْ يُسْلِمَ অর্থাৎ, সে ইসলাম গ্রহণের উপক্রম ছিল, যেহেতু সে তার কবিতায় সত্য কথা বলত। পৌত্তলিকতার যুগে ইবাদত-বন্দেগি করত। ধার্মিক ছিল এবং গাইবে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু সে ইসলাম পেয়েও তা গ্রহণ করেনি।[১৯]

**

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: أَصَابَ حَجَرٌ أُصْبُعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمِيَتْ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلا أُصْبُعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ.

[১৬৯] জুনদুব ইবনু সুফিয়ান আল-বাজালি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আঙুল মুবারকে পাথরের আঘাত লাগার ফলে তা রক্তাক্ত হয়ে গেলে তিনি বললেন,

هَلْ أَنْتِ إِلا أُصْبُعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ.

'তুমি তো একটি আঙুল, যা রক্তাক্ত হয়েছ এবং তা আল্লাহর রাস্তায়ই হয়েছে।'[২০]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

রাবি : জুনদুব ইবনু সুফিয়ান

তিনি হলেন, জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সুফিয়ান আল-বাজালি, আল-আলাকি। তাঁকে আবু আব্দুল্লাহ উপনাকে ডাকা হতো। তিনি সাহাবি ছিলেন।

ইমাম বাগাভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাঁকে 'জুনদুবিল খাইর, জুনদুবিল ফারুক জুনদুব ইবনু উম্ম জুনদুব' এই নামগুলোতে ডাকা হতো।

ইমাম খলিফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ফিতনার সময় ইনতিকাল করেছেন।'[২১]

---

[১৯] জামউল ওসাইল: ২/৩৫।

[২০] সহিহুল বুখারি: ২৮০২; সহিহুল মুসলিম: ১৭৯৬।

[২১] তাহজিবুত তাহজিব: ২/১১৭; আল-ইসাবা: ১/৬১৪।

أَصَابَ حَجَرٌ أُصْبُعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمِيَتْ অর্থাৎ, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আঙুল মুবারক জখম হলো, ফলে তা থেকে রক্ত ঝরল।

هَلْ أَنْتِ إِلا أُصْبُعٌ دَمِيتِ 'তুমি তো একটি আঙুল, যা রক্তাক্ত হয়েছ'-এর ব্যাখ্যা:

دَمِيتِ (দামিতি)শব্দটি তারকিবে أُصْبُعٌ-এর সিফাত হয়েছে।

ব্যথা পাওয়ার প্রাক্কালে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূপকার্থে অথবা সত্যিকারার্থেই যেন আঙুল মুবারককে সম্বোধন করেছেন—এটাকে সান্ত্বনা দেওয়ার লক্ষ্যে। অর্থাৎ ওহে আঙুল, নিশ্চিন্ত থাকো, তুমি তো কেটে পড়ে যাওনি, বা ধ্বংসে নিপতিত হওনি। কেবল রক্তাক্তই হয়েছ, সেটিও তো বৃথা যাবে না; বরং তা আল্লাহর রাস্তায় ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সংঘটিত হয়েছে।

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ : এ বাক্যে و অব্যয়টি 'আতফ'-এর জন্য অথবা 'হাল'-এর জন্য, আর এটিই স্পষ্ট।

আর مَا লফজটি মাওসুলা মুবতাদা আর فِي سَبِيلِ اللَّهِ -এর খবর।

অর্থাৎ, বাক্যটির উদ্দেশ্য হলো—হে আঙুল! তোমার যা-কিছু হয়েছে, তা তো আল্লাহর রাস্তায় হয়েছে। সুতরাং চিন্তিত হোয়ো না, উৎফুল্ল থাকো। কেননা আল্লাহর রাস্তায় কষ্ট যৎকিঞ্চিত, আর তার প্রতিদান প্রচুর পরিমাণ।[২২]

হাফেজ ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি অন্যের কবিতা থেকে আবৃত্তি করেছেন, না কি কবিতা রচনার ইচ্ছা ছাড়াই আপনা-আপনিই তাঁর জবান মুবারক থেকে তা ছন্দবদ্ধ আকারে নির্গত হয়েছে?

ইমাম তাবারি প্রমুখ মুহাক্কিক প্রথম মতের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন। এবং ইমাম ইবনু আবিদ্দুনইয়া রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *মুহাসাবাতুন নাফস* নামক কিতাবে পঙ্‌ক্তি দুটি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নামে বর্ণনা করে বস্তুত তাদের সমর্থন করেছেন। তিনি সেখানে বলেছেন, "মুতার অভিযানে হজরত জায়দ ইবনু হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর যখন হজরত

[২২] মিরকাতুল মাফাতিহ: ৭/৩০১৪; জামউল ওসাইল: ২/৩৬।

জা'ফার বিন আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুও শাহাদাত বরণ করলেন, তখন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকা গ্রহণ করলেন এবং লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেসময় তাঁর আঙুল আঘাতপ্রাপ্ত হলো, ফলে তিনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাথে এক বিশেষ ছন্দে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন, এবং এ পঙ্‌ক্তি দুটি আবৃত্তি করতে লাগলেন।"

অনুরূপভাবে ইবনু তিনও নিশ্চিত হয়েছেন যে, পঙ্‌ক্তি দুটি হজরত ইবনু রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবিতারই।

আর এক্ষেত্রেও মতানৈক্য রয়েছে যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কবিতার কোনোকিছু অনুসরণ করা এবং অন্যের কবিতা আবৃত্তি করা তাঁর জন্য বৈধ কি না? তবে সহিহ কথা হলো, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য তা বৈধ ছিল।'[২৩]

**

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عُمَارَةَ؟ فَقَالَ: لا وَاللَّهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ، تَلَقَّتْهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى بَغْلَتِهِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَرَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ.

[১৭০] বারাআ ইবনুল আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক তাকে জিজ্ঞাসা করলো, হে আবু উমারা! আপনারা কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রণক্ষেত্রে রেখে পালিয়েছিলেন? তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিছপা হননি। তবে হাওয়াজিন গোত্রের লোকদের তির নিক্ষেপ করার কারণে ত্বরাপ্রবণ কিছু লোক পিছু হটেছিল। সে সময়ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খচ্চরটির ওপর দৃঢ় ছিলেন। আর আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব তাঁর খচ্চরটির লাগাম ধরে ছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন,

[২৩] ফাতহুল বারি: ১০/৫৪১।

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শের-এর কোনো বিষয় নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক অনুসৃত হওয়ার এবং অন্যের কবিতা আবৃত্তি করার বৈধতার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য তা বৈধ ছিল।'[৮]

তবে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সব কথার মাঝে সবচেয়ে অপছন্দনীয় ছিল শের।

মুসনাদু আহমাদে আবু নাওফল ইবনু আবু আকরব রাহিমাহুল্লাহ-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কি কবিতা আবৃত্তি করিয়ে শোনা হতো?' আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'কবিতা তো তাঁর নিকট সমস্ত কথার মাঝে সবচেয়ে অপছন্দনীয় কথা ছিল।'[৯]

**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ؛ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ.

[১৬৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কবিদের সর্বাধিক সত্য কথা হলো লাবিদের এই কথা—

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ.

'শোনো! আল্লাহ তাআলা ছাড়া সবকিছুই বাতিল।'

উমাইয়্যাহ ইবনু আবিস-সলত ইসলাম গ্রহণের উপক্রম ছিল।'[১০]

---

[৮] ফাতহুল বারি: ১০/৫৪১।

[৯] মুসনাদু আহমাদ ইবনু হাম্বল: ২৫০২০।

[১০] সহিহুল বুখারি: ৩৮৪১; সহিহুল মুসলিম: ২২৫৬।